যুগান্তর

তারিখ 22 APR 2012
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২

চবিতে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে : তিন বছরে আট শিক্ষার্থীর আত্মহনন

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা। সর্বশেষ ১৯ এপ্রিল শাহজালাল হলের ৩৩৩ নম্বরের নিজকক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের [illegible]। এ নিয়ে গত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আট শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। ফলাফল বিপর্যয়, প্রেমে ব্যর্থতা, দরিদ্রতা, হতাশাসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আর তাই শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাইকোসজিক্যাল অ্যাডভাইজার' নিয়োগের কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ। অনুসন্ধানে দেখা যায়, আত্মহননকারী শিক্ষার্থীর আটজনই ছাত্র। গত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আটজন শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন এবং দুজন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ২০০৮ সালে লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে অনার্স শেষবর্ষের পরীক্ষা শেষে আত্মহত্যা করেন সাইফুল ইসলাম। ২০০৯ সালে সমাজতত্ত্ব বিভাগের চতুর্থ বর্ষ ও এএফ রহমান হলের আবাসিক ছাত্র [illegible] হলের ৩৩১ নম্বর কক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। পারিবারিক অশান্তির কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। ২০১০ সালে ইংরেজি প্রথমবর্ষ পরীক্ষায় খারাপ ফল করায় আত্মহত্যা করেন জয় নারায়ণ দেওয়ানজী। এই বছর একই কারণে আত্মহত্যা করেন দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জাকির উদ্দিন। এক ছাত্রের সঙ্গে প্রেমঘটিত বিষয়ে এসিড পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন বন ও পরিবেশবিদ্যা ইনস্টিটিউটের এক ছাত্রী। গত সেপ্টেম্বর মাসে এএফ রহমান হলে অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সৈকত বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। দুটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরে হতাশ হয়ে অন্য পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহণ করতে না পেরে নগরীতে নিজ বাসায় আত্মহত্যা করেছেন আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র [illegible]। গত ৯ আগস্ট পরীক্ষায় খারাপ ফল করায় আত্মহত্যা করেন অর্থনীতি প্রথমবর্ষের ছাত্র সৌরভ [illegible]। ১০ অক্টোবর আত্মহত্যা করেছেন আইন অনুষদ প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী [illegible]। তার আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে বন্ধুরা জানান, প্রথমবর্ষের কয়েকটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় তার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে হতাশা কাজ করছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আত্মহত্যার প্রবণতা [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ দায়ী।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কোন অ্যাডভাইজার কিংবা কাউন্সিলিং না থাকাও এর অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি নুরুল ইসলাম [illegible] বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণটি হল মানসিক চাপ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারা, নিঃসঙ্গতা, নিজেদের দুর্বল ভাবা, জীবনের প্রতি উদাসীনতা, দরিদ্রতা বা অর্থনৈতিক সংকট পরিবারের সমর্থন না থাকা, অন্যের দোষ নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেয়া প্রভৃতি।